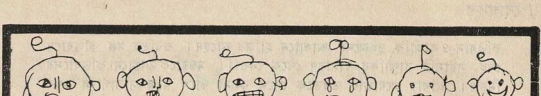

ভরৎবিলাপ

কথকতার পুথি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে কথকতার কোনো পুথি এতাবৎকাল মুদ্রিত হয়নি। আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানও এই মতকে সমর্থন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবরতন মিত্র, অমলেন্দু মিত্র, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিদ্বজ্জনেরা নানা প্রসঙ্গে তাঁদের নানা রচনায় নানা টুকরো-অনুচ্ছেদ নিদর্শন হিসাবে হাজির করেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের রচনাটির হদিশ আমরা পাই শ্রীমৃদুল কান্তি বসুর কাছ থেকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুর্ণাঙ্গ পুথির বিশদ অংশ ছাপানো হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরানগর পাঠবাড়ীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরে কথকতার পুথি সংরক্ষিত আছে। কিছু পুথি খণ্ডিত, কিছুর লিপিকাল, সময় ও লেখক অজ্ঞাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ পরীক্ষা করার সুযোগ আমাদের হয়নি। কিন্তু অন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের পুথি-সংগ্রহ আমরা যথাসম্ভব ব্যবহার করেছি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক জুড়ে এই পুথিগুলো লেখা হয়েছে। ভাষা, কাগজ ও লিপির ছাঁদ এবং পুষ্পিকায় প্রদত্ত সন দেখে এইরকম মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি তালিকায় একটি ২১১ পাতার বৃহৎ ও সম্পূর্ণ পুথির উল্লেখ পাওয়া যায় (৪২৪৩ নং)। ১৮৫৯ সালে লেখা, বিষয় পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ধ্রুবচরিত্র, জড়োনখগণ ও নরক। গত একবছরের অনুসন্ধানেও এই পুথিটির হদিস পাওয়া যায়নি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনভাবে এশিয়ার এককালীন শ্রেষ্ঠ আইন পুস্তকের গ্রন্থাগারকে ভেঙে আলমারি সরিয়ে দিয়ে দেড়শ বছরের পুরনো পুস্তক ও প্রতিবেদনকে মাটিতে ফেলে চিরতরে নষ্ট করা হয়, মাননীয় উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে বার বার চিঠি লিখেও প্রতিকার তো দূরের কথা জবাব পাওয়া যায় না, সেখানে অবশ্য একটি দামি পুথি খুঁজে না পাওয়া, এমন কিছু আক্ষেপের বিষয় নয়।
ইচ্ছা থাকলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর্যুক্ত পুথিটি আমরা ছাপতে পারলাম না। ফলে বরাহনগর পাঠবাড়ীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের সংগ্রহ থেকে 'ভরত বিলাপ' পালার অংশবিশেষ এখানে ছাপা হল। তালিকা নং ২৭৯০/১৮। নিয়মানুসারে সমস্ত পালাটি হুবহু ছাপা গেল না। অংশবিশেষ বাদ দিতে হল। আশা করা যায় তাতে আখ্যানাংশ ক্ষুণ্ণ হবে না বা পুথির পরিচয় পেতেও অসুবিধা হবে না।
এই পুথিটির পাটায় লেখা আছে পানিহাটি গৌরাঙ্গ মন্দির। ফলে বলা যায় যে বিংশ শতকের প্রথমে শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় এই পুথিটি সংগ্রহ করেছেন। ভোলানাথ স্মৃতিতীর্থের চতুষ্পাঠিতে এই পালাটি লেখা হয়। পুথিতে তারিখ নেই। কিন্তু অন্যান্য সমতুল্য পালার পুথির সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা যায় যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পালাটি লেখা হয়েছে।
পালাটিতে টানা আখ্যান আছে। গান, চূর্ণী ইত্যাদি যা সব টুকিটাকি আলাদা টুকরো কাগজ বা পাতড়ায় থাকে, সেইরকম কিছু কিন্তু আলোচ্য পুথিটিতে নেই।

কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি দুইজনেই আখ্যানে হাজির আছেন। সুরভির গল্প কৃত্তিবাসে নেই, সরাসরি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে নেওয়া। মন্থরাকে ঠ্যাঙানো কৃত্তিবাসের নিজস্ব। আবার অযোধ্যার ভরতকে দেখে কলসী কাঁখে বধূর গালাগালি কথক ঠাকুরের নিজের সংযোজন। পালাতে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ভাষা বিন্যাসের রীতিও চোখ এড়াবার নয়। পুথিটি বেশির ভাগ জায়গায় লেখা হয়েছে কথা বলার ঢঙে। কথকতার শিল্প শ্রব্য। শুধু লেখায় তার আস্বাদ ধরা অসম্ভব। ছাপার অক্ষরে নিঃশব্দে পুথি পড়তে পড়তে আমরা কথককে, তার কৃতিকে যেন না ভুলে যাই।

[১ক] সপ্ত দিবসে রাজা রাম শোকে দেহত্যাগ কন্নে পর ॥ কৌশল্যা মনে কন্নেণ রাজার ছয়দিন নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রা হনো ভানো হলো ॥ এই মনে করে সে গৃহ পরিত্যাগ করে অন্য গৃহে গমন। পরদিন প্রাভাত সময়ে ॥ বশিষ্ঠ সভায় আগমন ॥ বশিষ্ঠকে দর্শন করে সুমন্ত্র চরণে প্রণাম ॥ আশন প্রদান ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পুজো ॥ বশিষ্ঠ উ ॥ সুমন্ত্র মহারাজ কোথায় ॥ সুমন্ত্র উ ॥ ঠাকুর জে অবধি শ্রীরাম বনগমন করেছেন সেই অবধি রাজা সভাতে আগমন করেন নাই ॥ বোধহয় কৌশন্যা ভবনে আছেন ॥ বশিষ্ঠ উ ॥ সুমন্ত্র তুমি জায়ে রাজারে সভায় আনয়ন করো ॥ পুত্রশোকে [১খ] কাতর হয়ে রাজকার্য পরিত্যাগ করা উচিৎ নয় ॥ সুমন্ত্র এই কথা শ্রবণ করে কৌশল্যা ভবনে গমন করত মা কৌশল্যা সভাতে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ আগমন করেছেন। মহারাজকে সভায় প্রেরণ করুন তারা আওহান কর্চ্চেন। কৌশল্যা উ ॥ সুমন্ত্র ॥ জে অবধি রাম আমার বনে গমন করেছেন ॥ সেই অবধি রাজার নিদ্রা হয় নাই ॥ কন্য অর্ধ রজনী হতে রাজা ঃ নিদ্রিত হয়েছেন। গুরুু বশিষ্ঠের নিকটে বনো। রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হনে সভায় প্রেরণ করব। সুমন্ত্র ॥ এই কথা শ্রবণ করে সভায় গমন কন্নেন। বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে দেখে বনেন কৈ মহারাজ কৈ ॥ সুমন্ত্র উ ॥ গুরো জে অবধি শ্রীরাম বনগমন করেছেন

[২ক] সেই অবধি রাজার নিদ্রা হয় নাই ॥ কন্য অর্ধ-রাত্রিতে রাজা নিদ্রীত হয়েছেন ॥ রাজ্ঞা কৌশল্যা বনেন যে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হলে পর সভায় গমন করবেন ॥ বশিষ্ঠ উ ॥ এ ॥ বনো কি রাজা নিদ্রিতো পুত্র শোকাতুর জে তার কি আর নিদ্রা হছে ॥ দেখো২ কি সর্বনাশ হনো বুঝি ॥ সুমন্ত্র অই কথা শ্রবণ করে পুনর্ব্বার কৌশল্যার ভবনে গমন কন্নেন ॥ তৎ কৌশল্যার নিকটে বনেন। রাজ্ঞি কৌশল্যে ॥ গুরো বশিষ্ঠ বনেন ॥ পুত্রশোকাতুর ॥ জে ব্যক্তি তার কি নিদ্রা আছে ॥ কি ॥ বিপৎ উপস্থিত হনো বুঝি ॥ সুমন্ত্রের মুখে অইকথা শ্রবণ করে কৌশন্যা যে গৃহে রাজা সয়ন করে আছেন সেই গৃহে প্রবেশ করত ॥ গাত্রের

[২খ] বস্ত্র উদঘাটন করে দেখেন জে উত্তায়ো লোচনং কাষ্ঠিভূত দেহ ॥ রাজা দেহ ত্যাগ করেছেন। দর্শণ করে ॥ উচ্চৈস্বরে বনেন মহারাজ পুত্রশোকে দেহত্যাগ কন্যান বনে ধরাতলে পতিতা মূর্চ্ছিতা হনেন ॥ কৌশন্যার রোদনধ্বনি শ্রবণ করে ॥ অন্তঃপুরস্থা অন্য২ রাজ্ঞি সকলে আগমন করে রাজার মৃতদেহ দেখে ॥ সকলে রোদন কর্ত্তে নাগিনেন ॥ ক্ষণকান পরে কৌশল্যা চৈতন্য লাভ করত ॥ রাম শোকে এবং

রাজার শোকে কাতরা ।। মৃত পতির চরণ গ্রহণ করে বিনাপ কর্ত্তে নাগিন ।। বনেন মহারাজ আপনি শুকৃতি ।। অজী [?] বনর্হা জীবামি ত্বাম্বিহানা ।। নরাধিপ ।। সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্ঠকং ।।

[৩ক] পতি প্রাণৈ বিষুর্জে ধিককৃতে নিব্র্তাভব ।। মহারাজ আপনি তো পুত্রশোকে জিবন পরিত্যাগ কল্লেন ।। আমার এ জীবনে কোন প্রয়োজন নাই ।। কিন্তু আপনায় ত্যাগ করে আমি এখোনো জিবন ধারণ করে আছি ।। ওরে পাপিনী কৈকেয়ী ।। তুই আজ সকামা হনি ।। নিস্কণ্ঠকে রাজ্য ভোগ করো ।। তোকে ধিক ।। তিনটে বিনাশের কারণ । রাজা তোরে বিবাহ করেছিলেন ।। রামের বিনাশ মহারাজের মৃত্যু আর আমাদের বৈধব্ব ।। অপাপঃ পাপ সংকল্পে ভরতো দুষিতোস্তুয়া ।। ভরৎ অপাপ কিন্তু তোর নিমিত্ত ভরৎ আজ দুশি হয়ে পাপী হয়েছে ।। ভরৎ তোরে পরি [৩খ] ত্যাগ কর্বে তোর অভিনাশ পরিপূর্ণ করবে না । ।। কি ।। কুকার্য কিন্ন পতির নিমিত্ত ।। রাম জানকী লক্ষণের নিমিত্ত শোক করি ।। হা নাথ হা মহারাজ পতিতাং শোকসাগরে । হা মহারাজ, হা হয় আজ আমি পতিতা হনেম ।। আমার জীবনে ধিক জে হেতুক আপনি দেহত্যাগ করে সর্গগামি হনেন । আমি আপনার সঙ্গে গমন কত্তে পারনেম না ।। কেননা বনবাশী রাম পুনব্বার অযধ্যায় আগমন করবেন ।। তার বদন দর্শন আশায়এখোনো জিবন ধারণ করে আছি ।। মহারাজ আপনার এই দেহকে কিরূপে চিতায় দগ্ধ কর্বো ।। কৃতে সীতা সরসিজমুখী কুত্র বা নীন দেহঃ ।। ক্ব জাম্বুনদ হেমশুন্দরঃ বপু কুত্র বা

[৪ক] প্রাণ নাথ ঃ ।। মহারাজ পদ্মমুখী শিতা আপনার কোথায় ।। নবদুর্বাদল স্যাম বামি বা কোথায় জাম্বুদ তপ্ত কাঞ্চনবর্ন ।। লক্ষণ বা কোথায় ।। কোথায় প্রাণনাথ হা রাম হা লক্ষণ হা জানকী দুঃখসাগরে নিমগ্না আমি তোমরা আমারে কেউ দর্শণ কন্নে না ।। এই বনে কৌশল্যা কুররি পক্ষিণীর ন্যায় ক্রোদন কর্ত্তে নাগিনেন ।। তখন বশিষ্ঠ চিন্তা কর্ত্তে নাগিলেন ।। রাজাতো দেহত্যাগ কলেন ।। রাজার রামাদি পুত্র সকল নিকটে নাই ।। কে ।। দেহ সংস্কার করে ।। রাজার দেহ মন্ত্রপূত করে রক্ষা করা জাগ পরে জা হবার তাই হবে ।। বশিষ্ঠ শুমন্ত্রকে বনেন ।। সুমন্ত্র রাজ্ঞি সকলকে অন্য গৃহে গমন কর্ত্তে বনো ।। ঋশির আজ্ঞায় স্ত্রিসকল অন্যত্রে গমন কল্লেন ।। তখন বশিষ্ঠ রাজার মৃতদেহ মন্ত্রপূত করে তৈন্ দ্রোণি মধ্যে রক্ষাকরত [৪খ] রক্ষক সকল নিযুক্ত কল্লেন ।। সভায় গমন করে চিন্তা কর্ত্তে নাগিলেন । হয় কি । রাম লক্ষণ বনবাশী ভরত শত্রুঘ্ন মাতামহ গৃহে ।। শ্রীরাম সত্যবাদী ।। পিতৃসত্য প্রতিপালন ।। না ।। করে শে কখনো অযধ্যায় আগমন করবে না । তবে ভরতকে আনয়ন কর্ত্তে নন্দিগ্রামে ।। দূত প্রেরণ করা জাগ । এই স্থির করে দূত সকনকে বনেন ।। আরে দূত সকল কোথায় এদিকে আয় ।। অই কথা শ্রবণ করে দূৎ সকলের মনে ২ রাজা দেহত্যাগ করেচেন ।। রাজার চারি পুত্র ।। শ্রীরাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্নন ।। রাম লক্ষণ বনবাশী ভরত শত্রুঘ্ন মাতুন্ ভবনে রাজার জ্যেষ্ঠ শন্তান শ্রীরাম ।। তিনি ।। না হলে রাজার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্জ্য হবে না তাই বুঝি ঋষি রামকে আনয়ন করবার নিমিত্ত ।।

আমাদের প্রেরণ করবেন আওহান [৫ক] কর্চ্চেন এই মনে করে শত ২ দূত গাত্রোত্থান-করে বলেন ঋশিরাজ কোথায় কোথায় জেতে হবে রাম আনয়নে আমি জাবোহ ॥ ঋষি উ ॥ নারে রাম আনয়নে নয় ॥ নন্দিগ্রামে ভরত শত্রুঘ্নে আনয়ন কর্ত্তে জেতে হবে ॥ ঋষির এই কথা শ্রবণ করে দূত সকল অধবদন ॥ আর কারো মুখে কথা নাই ॥ ঋষি উ ॥ রাম আনয়ন কর্ত্তে হবে বলে সকলে বল্চিশ আমি জাবো ২ ॥ ভরতকে আনয়ন কর্ত্তে হবে শুনে ॥ আর জে কেউ কথা কশনে ॥ এর কারণ কি ॥ কোন দূৎ বলেন ঠাকুর জাবো কি আমার বড় শির পিড়া উপস্থিত হয়েচে ॥ কোন দূৎ বলেন আমার চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে ॥ অই কথা শ্রবণ করে ঋশি ক্রোধে পরিপূর্ণ ॥ কি ॥ পাপিষ্ঠ সকল মনে করেচো ॥ কি ॥ রাজা সর্গগামী রাম বিদেশস্থ বনে রাজ্যে শাশন কত্তা নাই ।

[৫খ] আমি এক্ষণে এই রাজ্যের সাশনকর্ত্তা জানো ॥ ঋষির ক্রোধ দর্শন করে কোন বৃদ্ধ দূত বলেন ঋষিরাজ ॥ আমি গমন কর্বো পত্র প্রদান করুন ॥ তখন ঋষি ভরতে পত্র লিখন করে দূত হস্তে প্রদান করে বলেন দূৎ এই পত্র ভরতে প্রদান করে বলো ॥ রাজার অন্ত্যন্ত পিড়া হয়েছে জদি দর্শনে ইচ্ছা থাকে শিঘ্র আগমন করুন ॥ রাজার মৃত্যু সম্বাদ রামের বনগমন একথা ভরৎ নিকটে বলো না ॥ দূৎ পত্র লয়ে ॥ অযধ্যা হতে নন্দিগ্রামাভিমুখে গমন কর্ত্তে লাগিলেন ॥ পরদিন প্রভাতে সময়ে ॥ বামদেব জাবালি কশ্যপাদী ঋষিগণ বশিষ্ঠের নিকটে বলেন ॥ ভো ঋষিরাজ ॥ রাজাতো সর্গগামি হলেন ॥ রাম লক্ষণ বনবাসী ভরৎ শত্রুঘ্ন মাতামহ গৃহে এক্ষণে কে রাজা হবে । অরাজকে বহুদেশে মেঘ সকল্ কালে বারি বর্শন করে না । পৃথিবী শশ্যাহিনা । কৃশকেরা সময়ে বিজ [৬ক] রোপন করে না । পুত্রসকল পিতার বশিভূত হয় না ॥ স্ত্রিসকল পতির বশিভূতা হয় না । শিশ্য গুরুর বাক্য শোনে না । ব্রাহ্মণ সকল তারা তপশ্যাদি পরিত্যাগ করে ॥ প্রজা দশ্য পিড়িতা হয় ॥ বিবাহাদি ধর্ম্ম লোপ ॥ সর্বদা শত্রুভয় উপস্থিৎ ভয় ॥ নদীর জল শুষ্ক হয় ॥ বনে তৃণ জন্মায় না । রাজ্যে রাজা না থাকলে এই সকল উৎপাৎ হয় ॥ অতএব আপনি প্রজাপালন করো ॥ এ স্থানে দূত ॥ অযধ্যায় হতে নির্গত হয়ে ॥ গঙ্গা কুরুক্ষেত্র সরশ্বতী নদী পার হয়ে ॥ চইত্য বৃক্ষ প্রণাম করে ॥ শিধ্ব গণে প্রণাম করত রামকথা শ্রবণ করত পথি মধ্যে ছয় দিবা রাত্রি বাশ করে সপ্ত রাত্রিতে কেকয় রাজ্যে উপস্থিত হলো ॥ জেদিন দূৎ কেকয় রাজ্যে উপস্থিত হলো সেইদিন রাত্রি জোগে ভরৎ শত্রুঘ্ন সয়ন করে নিদ্রিতা ॥

[৬খ] ছিলেন । অর্দ্ধরজনী যোগে ভরত নিদারুণ সপ্ন দর্শণ করেছি ॥ শত্রুঘ্নন নিদ্রা-ভঙ্গ বলেন আর্জ্য কি সপ্নদর্শণ করেচেন ॥ বলুন ॥ ভরৎ উ ॥ দৃষ্টো ময়াদ্য সপ্নেন চন্দ্রমাঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ব্যক্তং রামোথ রাজা বা প্রাণা স্ত্যক্তা দিবাগতঃ । ভাই শত্রুঘ্ননরে আমি নিদ্রাকালে বড় দারুণ সপ্ন দেখেচি । জেনো চন্দ্রভূতলে খশে পড়েছে ॥ জ্ঞান হয় পিতা মহারাজ দেহত্যাগ করে সর্গগামী হয়েচে । অথবা শ্রীরামের কোন বিপদ হয়েছে ।…সাগরের জল শুষ্ক হয়েছে রাহু জেনো সুর্য্যোকে গ্রাশ করেছে ॥

পিতামহারাজ দশরথ রক্ত বশন পরিধায়ি জবা পুষ্পের মনা কণ্ঠে তৈলাভ কলেবর দিগম্বর যমদুৎ সকল কণ্ঠে রজ্জু দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে নয়ে গমন কচ্চেন ॥ নিশ্চয় অযোধ্যায় কোন বিপদ উপস্থিৎ হয়েছে। নতুবা এমন দারুণ সপ্ন কেনো দেখবো ॥ এই বনে উভয় ভ্রাতা রোদন কর্ত্তে নাগিলেন ॥ কারো নিদ্রা হনো না অতি কষ্টে রাত্রি জাপন করে পরদিন অতি প্রস্তুশি সময়ে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করে প্রাতস্নান আহ্নিক সমাপন করে সজন নয়নে উভয় ভ্রাতা সভাতে গমন করে ॥ মাতামহ ও মাতুল চরণে প্রণাম কন্নেন।

[৭খ] তৎ পরে কেকয় মহারাজায় [?] আদেশানুশায়ে ॥ আশনে উপবেশন কন্নেন। কেকয় মহারাজ ভরৎ শত্রুঘ্নের বদন মলিন দর্শণ করে বনেন ॥ ও ভাই ভরৎ তোমার বদন মনিন কেনো ॥ ভরৎ উ ॥ মাতামহ কি বনবো ॥ কাল রজনীযোগে দারুণ সপ্ন দেখেছি ॥ জেনো চন্দ্রদেব ভুতলে খশে পড়েছে ॥ সাগরের জল শুষ্ক হয়েছে সূর্যদেবকে জেনো রাহুতে গ্রাশ করেছে ॥ পিতামহারাজ দিগম্বর সর্বাঙ্গে তৈলাক্ত যমদুৎগণ কর্ত্তৃক জেনো দক্ষিণাভিমুখী গমন কর্চ্চেন ॥ আমার জ্ঞান হয় পিতা-মহারাজ সর্গগামী রামের কোন বিপদ হয়েছে ॥ অই কথা শ্রবণ করে ভরতের মাতুল জোধাজিৎ বনেন ভরৎ তার নিমিত্তে রোদন কেনো দেখো ভরৎ এইরূপ সপ্ন জে দেখে তার বাপ মরে জায় ॥ ভরত উ ॥ এরূপ পরিহাশ

[৮ক] করবেন না আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। মাতামহ উ ॥ ভরত সপ্ন মিথ্যা হয় সত্য হয় তার নিমিত্ত এতো রোদন কেনো ॥ শেদিন অযোধ্যাহতে দুৎ আগমন করেছিনো ॥ অযোধ্যায় সকল মঙ্গল ॥ জদি তেমনি হয় তাহলে অযোধ্যায় দুৎ প্রেরণ করি এইরূপ কথোপকথন হচ্চে এমনসময় অযোধ্যার দুৎ শভা দ্বারে উপস্থিৎ ॥ ওহে দ্বার পান সকল সভায় গমনকরে ॥ সংবাদ দেয় ॥ জে অযোধ্যা হতে দুত এশেছে ॥ অই কথা শ্রবণ করে দ্বারপান সভায় গমন। চরণে প্রণাম ॥ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ॥ রাজা দ্বার পানকে দরশন করে বনেন ॥ কেমন হে দ্বারের সকল মঙ্গল। দ্বারপান উ ॥ আজ্ঞা দ্বারের সকল মঙ্গল ॥ অযোধ্যা হতে একটি দুৎ এশেছে ॥ কেকয় রাজা অই কথা শ্রবণ করে বনেন ভরৎ আর চিন্তাকি দুৎ এশে এই বার সকল

[৮খ] সকল সম্বাদ শ্রবণ করো ॥ দ্বারপানকে বনেন শিঘ্র দুৎকে সভায় প্রেরণ করো ॥ দ্বারপান ॥ প্রণমাদি করে সভা হতে গমন করত দুৎকে সভায় প্রেরণ কন্নেন ॥ দুৎ সভায় উপস্থিত হয়ে কর শির সংজোগে সকলকে প্রণাম কল্লেন ॥ ভরত বলেন দুৎ বলো ২ অযোধ্যার সম্বাদ বলো ॥ দুৎ সজল নয়নে বনেন মহারাজ এই পত্রিকা গ্রহণ করুন ॥ দুৎ মুখে ভরৎ এই কথা শ্রবণ করে ॥ ভরৎ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত ॥ অম্নি সকলে ॥ হাহ ॥ মূর্চ্ছিত হয়ে পনলো কেনো ॥ মুখে শিতল বারি প্রদান চারমর বৎজন ॥ ভরৎ চৈতন্য নাভ কন্নেন ॥ জুধাজিৎ বনেন ॥ একি পত্রপাঠ করো পত্রমধ্যে

কি আছে দেখো ॥ তা ॥ না ॥ হয়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিতো হয়ে পন্নে ॥ ভরৎ উ ॥ মাতুন আর পত্রপাঠ কর্ত্তে হবে না ॥ পত্রেতে জা আছে দূৎ
[৯ক] মুখে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা দেহত্যাগ করেছে শ্রীরাম অযোধ্যায় নাই ॥ রাম জদি অযোধ্যায় থাকবেন তাহলে দূৎ আমাকে মহারাজ বনে সম্বোধন করবে কেনো। যুধাজিৎ উ ॥ ওরা ইতর জাতি ওদের কি শে জ্ঞান আছে ওরা জানে রাজার বেটা রাজাই হয়ে থাকে ॥ ভরৎ উ ॥ আজ্ঞা না অযোধ্যাতে এমন অবিধি নাই ॥ যুধাজিৎ ॥ জা হগ ॥ পত্র পাঠ করো ॥ ভরৎ পত্রিকার মুদ্রা ভঙ্গন করে পত্র পাঠ করে দেখনেন। গুরো ॥ বশিষ্ঠ পত্র লিখন করেছেন ॥ মহারাজের অত্যন্ত পিড়া উপস্থিত হয়েছে জদি দর্শনে ইচ্ছা থাকে তুমি শিঘ্র আগমন করবে ॥ তাই দর্শন করে বননেন ॥ মাতামহ ॥ অনুমতি করুন অদ্যে আমি অযোধ্যায় গমন কর্বো ॥ তখন কেকয় মহারাজ সাত অশ্ব শহশ্র রথ বহু সৈন্য ভরতের সঙ্গে প্রেরণ কল্লেন ॥ ভরৎ মহাশয়
[৯খ] মাতামহ এবং মাতুল চরণে প্রণাম করে ॥ সসৈন্যে শত্রুঘ্ননের সহিত রথেতে আরোহণ কল্লেন ॥ সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাৎ ॥ ঘর ২ শব্দে রথের গতি ॥ ক্রমেতে ভরৎ শতদ্রু নদী পার হয়ে ক্ষেত্ররথ বন প্রাপ্ত হলো ॥ তৎপরেতে যমুনা পার হয়ে ॥ সৈন্য সকলকে ॥ আশ্বাসিত করত ॥ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপণ করে হিরণ্যাতি পার হয়ে বরুথ গ্রামে এক রাত্রি বাশ কল্লেন ॥ পরদিন প্রভাত সময়ে ॥ গাত্রোত্থান করে পুনর্ব্বার গমন কর্ত্তে নাগিলেন ॥ ভদ্রশান বন প্রাপ্ত হয়ে চতুরঙ্গ বাহিনী সৈন্য নয়ে ॥ কপিবর্তি স্থানুবতী নদী পার হয়ে ॥ গোমতী নদী তিরে একরাত্র বাশ কল্লেন ॥ এইরূপে—
[১০ক] সপ্তরাত্রি পথিমধ্যে বাশ করে ॥ অজধ্যার প্রান্তভাগে উপস্থিত ॥ দূর হতে অযোধ্যা দর্শণ করে বনেন ॥ ভাই শত্রুঘ্নন !! অযোধ্যায় এমন শোভাহিনা হয়েছে কেনো ॥ পূর্ব্বের ন্যায় অযোধ্যার আর সোভা নাই ॥ কিছু দূর গমন করে বনেন ॥ ভাই শত্রুঘ্ন ॥ পূর্ব্বেতে অযোধ্যায় ঋশিগণের বেদ পাঠের ধ্বনি ॥ এই স্থান হতে ॥ শ্রবণ করা জেতো ॥ আজ কিছু শোনা যায় না কেনো ॥ কিছুদূর আগমন করে ॥ সারথিকে বনেন ॥ অযোধ্যায়াঃ পুরা ঘোষা দূরাদেব জনোত্তবঃ ॥ শ্রুয়তে সাগরস্যেব
[১০ খ] মথৎমানস্য বাউ না ॥··· হে সারথে বাউ কর্ত্তৃক মথৎমান জেমন সাগরের শব্দ সেইরূপ অযোধ্যার হট্টের ক্রয়বিক্রয়ের ॥ লোকসকলের জনরব পূর্ব্বেতে প্রস্থান হতে শ্রবণ করা জেতো ॥ আজ কোন কিছু শোনা যায় না ॥ ক্রমেতে সরযূ আগমন ॥ ভাই শত্রুঘ্নন দেখ ২ ॥ কি ॥ আশ্চর্য ॥ অযোধ্যার পশুপাক্ষি প্রভৃতি সর্কলি নিরব ॥ অশ্বের হেশা ধ্বনি নাই হস্তি বৃংহীত ধ্বনি নাই
[১১ক] এর কারণ কি ॥ এই বনেতে ২ শরযূ পার হয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়ে গমন কত্তে নাগিনেন ॥ এস্থানে অযধ্যা বাশীবাশীনি ॥ শ্রবণ কল্লেন ॥ মাতামহ গৃহ হতে ভরৎ আগমন কচ্চেন ॥ সেইকথা শ্রবণ করে ॥ সকনি বন্নেন সেই পাপআ্যা ভরৎ আগমন কচ্চে ॥ ওর ॥ মুখাবনোকন করবো না ॥ জে পাপিনী কৈকেয়ী অযধ্যার বাশি বাশিনীর জিবন ধন ॥ উপবাশী রামকে বনবাশী করেছে ॥ তার পুত্রের মুখ

দরশন কত্তে আছে ।। এই বনে সকনে গৃহমধ্যে প্রবেশ ।। দ্বার রুদ্ধ্য করে রোদন কর্ত্তে নাগিন ।।
[১১খ] ভরৎ সকল প্রজার গৃহে দ্বার রুদ্ধ্য দেখে ।। বিস্ময়ান্বিত হয়ে বনেন ভাই শত্রুঘ্নন ! দেখ ২ । সকল প্রজা দ্বার রুদ্ধ্য করে কোন হাহাকার শব্দে রোদন কর্চ্চে ।। অযধ্যায় কি বিবাদ উপস্থিৎ হয়েছে তার সন্দেহ নাই ।। অযধ্যাপুরির আর পূর্ব্বের মত শোভা নাই ।। জেমন গজদন্ত হতা সর্ন্নতার সোভা থাকে না ।। কিম্বা চন্দ্রহিনা সর্ব্বরি রাত্রি জেমন শোভা থাকে না ।। অথবা পতিহিনা বিধবা নারী জেমন ।। শ্রিহীনা হয় ।। সেইরূপ আজ অযধ্যার শ্রিহিনা দর্শণ কচ্চি ।। এমন সময় কুন বধূ কুম্ভকক্ষে জল লয়ে রাজপথে দিয়ে গমন কর্চ্চেনা খুদ্র শিশুশন্তান পশ্চাৎ ২ [১২ক] রোদন কর্ত্তে ২ গমন কর্চ্চে ।। তখন ওরে জননী বনেন ।। আয় ।। না ।। রে ।। গৃহে গিয়ে ক্রোড়ে করবো এখন ।। জলের কুম্ভ কক্ষে রয়েছে ।। কি করে ক্রোড়ে করি বন ।।
এসো ২ ।। নক্ষী ছেলে এশো ।। এমন সময় দেখে যে রমারূঢ় ভরত আগমন কর্চ্চে ।। সম্মুখে ভরৎকে দর্শণ করে কুন বধূ ক্রোধে পরি পূর্ন্না ।। নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে একটি চপেটাঘাৎ করে ।। বনেন পাপিষ্ঠ । কু ।। সন্তান তোর নিমিত্ত আজ সেই পাপিনীর গর্ভসম্ভূত পাপাত্মা ভরতের মুখ দর্শণ কর্ত্তে হনো ।। এই বনে বালকের হস্ত ধারণ করত গৃহমধ্যে প্রবেশ করে ।। দ্বার রোধ কল্লেন ।। ভরত কুনবধূর মুখে শেই কথা শ্রবণ করে বনেন, ভাই শত্রুঘ্ননরে
[১২ খ] শ্রবণ কন্নে কুন বধূ ।। কি বন্নে ।। নিজ পুত্রের পৃষ্ঠে চপেটাঘাৎ করে বন্নো ।। কুশন্তান পাপিনী গর্ভসম্ভূত পাপাত্মা ভরতের মুখ দর্শণ কর্ত্তে হনো ।। সকার্যপরা মা কৈকেয়ী কি জানি কি বিপদ উপস্থিৎ করেছে ।...ক্রমে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন সভা শূন্যা ।। সিংহাশন
[১৩ ক] শূন্য সিংহাশন পিতা নাই ।। দরশন করে অত্যন্ত্য ব্যাকুল ।। ভাই শত্রুঘ্নরে ।। সভা এমন শূন্যা রাজভবন নিস্তব্ধ ।। দর্শণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত্য ব্যাকুল হয়েছে ।। পিতা কোথায় আজ রাম কোথায় ।। ক্রোমশ অন্তঃপুরে গমন করেন ।। এখানে কৈকেয়ীর দাশী মন্থরা ভরৎ শত্রুঘ্নং অযধ্যায় আগমন করেছেন শুনে ।। কৈকেয়ী ভবনে শোভা কর্ত্তে নাগিলেন । কৈকেয়ী দ্বা ।। সভাবর্নণ ।। এস্থানে ভরৎ কৌশন্যা প্রভৃতি ।। রাম জননীগণের ভবনদ্বারে গমন করে দেখলেন জে নিরানন্দপুরি । সেই দর্শণ করে ভরত মনে ২ ।। পিতা মা কৈকেয়ী ভবনে সর্বদা বাশ করেন ।। জননীর ভবনে গমন কন্নেই
[১৩ খ] পিতার সহিৎ শাক্ষাৎ হবে ।। এই মনে করে ।। কৈকেয়ী ভবনদ্বারে গমন দেখলেন ।। ভবনের বড় শোভা ।। তখন শত্রুঘ্নন নিকটে বলেন ।। ভাই শত্রুঘ্নন দেখো ২ ।। কৌশন্যা প্রভৃতি জনগণের ভবন নিরান্দ ।। কিন্তু মা কৈকেয়ী ভবনে কত শোভা ।। দেখো ।। সকার্য তৎপরা । মা । কেকয়ী ।। কি কার্যই করেছে ।। এই বনেই ।। উভয় ভ্রাতা ভবনে প্রবেশ করে ।। নিজ জননীর চরণে প্রণাম

কল্লেন।। ভরতে ক্রোড়ে ধারণ মুখচুম্বন মস্তাকাঘ্রাণ।। ভরং উ।। মা সভাশূণ্যা দেখনেম।। কেনো।। পিতা কোথায়।। কেকয়ী উ।। ভরং।। এই এনি।। বশ সকল কথা বনবো।। মাতামহ ভালো আছেন।। ভরং উ।। মা।। মাতামহ ভবনে সকন

[১৪ ক] মঙ্গল।। মা রাজদ্বারে পিতার পূয় হস্তি শত্রুঞ্জয়।। পতিত রোদন কর্চ্চে নয়ন জলে দুটো হচ্ছে (২) হয়ে গিয়েছে।। এর কারণ কি মা।। শিঘ্র বলুন।। পিতা কোথায়।। কৈকেয়ী উ।। আঃ স্থির হনা রে। বনচ্চি।। হেরে ভরং তোর মামা।। ও দেশ।। গিচনো বাড়িতে এশেছে।। ভরং উ।। মা।। তিনি গৃহে আগমন করেছে।। মা।। রাজভবনে নিরানন্দ কেনো।। রাজপথে আগমনের সহিৎ কাহারো সহিত শাক্ষাৎ হনো না।। অযোধ্যাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রয় বিক্রয়ের শব্দ নাই।। বেদধ্বনি শ্রবণ কল্লেম না।। এর কারণ কি।। কৈকেয়ী উ।। স্থির হয় সব বনবো।। এনি বশ শ্রান্তি দূর কর।। হেরে ভরং।। তোর ছোট মামির পাঁচ মাশ গর্ভ শুনেচ্চি।। [?]

[১৪ খ] প্রশব করেচেন।। ভরং উ।। মা তিনি পুত্র প্রশব করেছেন।। মা।। আগমন সময়ে দেখনেম সকন প্রজার গৃহে দ্বার রুদ্ধ।। এক কুল বধূ নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে চপেটাঘাৎ করে বল্লে হেরে কুশন্তান তোর নিমিত্ত আজ পাপিনী গর্ভে সম্ভূত ভরতের বদন দর্শণ কর্ত্তে হলো।। মা সেই কুলবধূ এরূপ কথা কেনো বল্লে।। আপনি কি এমন কুকার্য করেছেন।। শিঘ্র বলুন।। এবং রঘুকুন ধুরন্ধর সেই রাম বা কোথায় আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হচ্ছে।। জননী।। হয়ে। পুত্রেরে এরূপ জাতনা দেয়া উচিৎ [নয় ?]।। শিঘ্র বনুন পিতা কোথায়।। এই তৎখনাৎ।। কৈকেয়ী আর ভরতে উক্তি প্রত্যুক্তি হতে নাগিল

'মাতঃ স্তাতঃ কৃযাতঃ সুরপতি ভবনং হা কুতঃ, পুত্র শোকাৎ কোহসৌ পুত্র ইত্যাদি

[১৫ ক] [···] ভরত উ।।··· মা পিতা কোথায় কৈকেয়ী উ।। সুরপতি ভবন।। সুরপতি জে ইন্দ্র তার ভবন সর্গে তোমার পিতা সর্গে গমন করেছেন।। দশ সহস্র বৎসর তার পরমাউ।। এ নব সহস্র বৎসরে অকালে তিনি কি নিমিত্ত সর্গে গমন কল্লেন।। কৈকেয়ী উ।। পুত্র সোকাৎ।। পুত্র শোকহেতু তিনি

[১৫ খ] অকালে সর্গে গমন করেছে। ভরং উ।।

অথো কঃ পুত্র রাজার তো চারি পুত্র। শ্রীরাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন কার শোকে পিতা দেহত্যাগ করেছেন। সে কোন পুত্র।। মা। কৈকেয়ী।। উ।। ত্ত মবরজ তন্নায়স্য জাতঃ।। সে কোন পুত্র জানো তুমি জার কণিষ্ঠ হয়ে জন্মেছো।। ভরত উ।। আমি জার কণিষ্ঠ হয়ে জন্মেছি।। আমি তো শ্রীরামের কণিষ্ঠ।। অস্য কিং।। অস্য রামস্য কিং। শে রামের কি হয়েছে।। শে রাম কোথায়। কৈকেয়ী উ প্রাপ্তোসৌ কাননান্ত। অশৌ রামঃ কাননন্তং।। বনং প্রাপ্তঃ।। সেই রাম বনে গমন করেছেন ভরত উ।। কি মিহা।। কেন রাম বনে গমন করেছেন।। বনে কি মৃগয়া কত্তে [১৬ ক] গিয়েছেন। না।। বনশোভা দর্শণ কত্তে গিয়েছেন।। কৈকেয়ী উ।।

তা ॥ নয় ॥ নৃপিগরা ॥ রাজা গমন কর্ত্তে অনুমতি করেছেন ॥ ভরত উ ॥ কেন তিনি বনেতে গমন কত্তে অনুমতি কনেন ॥ কিন্তু মা সৌ বভাশে ॥ সে ॥ এমন কি নিদারুণ কথা জে রামের অদর্শণে ॥ দেহত্যাগ কত্তে হবে ॥ এমন রামকে বনে গমন কত্তে কেনো অনুমতি কল্লেন ॥ কৈকেয়ী উ ॥ মন্থাংবদ্ধঃ ॥ আমার জানে আবদ্ধ হয়ে রামকে বনে গমন করতে অনুমতি কন্যান ॥ হা ॥ ভরৎ ॥ সে ॥ কি অগ্নি হয়েছে ॥ কত কৌশলে হয়েছে ॥ শোন বনি ॥ তুমি শত্রুঘ্নেনের সহিত মাতামহ ভবনে গমন করার কিছুদিন পুণ্য পুশ্য জোগে শ্রীরামকে রাজা করবার নিমিত্ত সকল উদ্যোগ কল্লেন অজধ্যা মহতী ঘটা নিত্য গান বাদ্য হতো ॥

[১৬ খ] গুরু বশিষ্ঠ আগমন করে রামের অধিবাস কল্লেন ॥ শ্রীরাম জানকীর সহিৎ উপবাস করে থাকনেন ॥ আমি মন্থরার মুখে রাম রাজা হবে শুনে ॥ উত্তম বসন অশন পরিত্যাগ করে ক্রোধাগারে সয়ন কল্লেম ॥ সায়ংকানে রাজা আমার ভবনেতে আগমন করে ॥ আমি ক্রোধাগারে সয়ন করে আছি দেখে ॥ আমার নিকটে গমন করে বনেন যে অভিমানের কারণ কি ॥ আমি বল্লেম আপনার নিকট জে চাইব ॥ তাই দেবে শিকার করো ॥ তবে তোমার সহিত আমি কথা কবো ॥ রাজা তাই ॥ শিকার কল্লেন ॥ এইরূপ তু সত্য করিয়ে বল্লেম ॥ মহারাজ ॥ পূর্ব্বে দেবাশুর যুদ্ধে দেবগণের

[১৭ ক] সেনাপতি হয়ে অশুরগণের সহিৎ যুদ্ধ করেছিলেন ॥ সেই যুদ্ধে আপনার অঙ্গুষ্ঠে বাণবৃণ হয়েছিনো ॥ অত্যন্ত জাতনা ॥ আমি মুখ মদ্ধে করে রক্ষে করে সেই অঙ্গুলির জাতনা নিবারণ করেছিলাম ॥ আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ঠ হয়ে দুটি বর দিতে সিকার করেছিনেন ॥ সেই দুটি বর আজ প্রদান কর্ত্তে হবে ॥ রাজা আমার বাক্য জালে বদ্ধ হয়ে শিকার কল্লেন ॥ এক বরে তোমার রাজ্য লাভ দিতিয়ো বরে ॥ চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত অনুজ লক্ষণ জানকীর সহিৎ বনবাশ ॥ এই নিমিত্ত রাজা রামকে বনগমনে অনুমতি করে রামশোকে দেহত্যাগ করে সর্গগামি হয়েছেন ॥ ভরত উ ॥ ফলন্তে রামকে বনবাশী করে তোমার ফল কি ॥ কৈকেয়ী উ ॥ তব ধারা বাশতা ॥ তোমার রাজ্যলাভের নিমিত্ত ॥

[১৭ খ] কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করে ভরৎ শত্রুঘ্নন হা হতোস্মি বনে ধরা পতিত মূর্চ্ছিত ॥ খনকাল পরে চৈতন্য লাভ করে রোদন কর্তে ২ বনেন ॥ কচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ ধনং হৃতং রামেণ ধীমতা ॥ কচ্ছিদাচ্যো দরিদ্রোবা ভ্রাতা তেন বিহীসিতঃ ॥ বুদ্ধিমান রাম কখনো ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেন নাই ॥ ধনবানের ধন হরণ করে তাকে দরিদ্র করেন নাই ॥ তবে কি পাপে রাম দুঃখসাগরেতে পতিত হনো ॥ রে ॥ নিন্দিতে শ্রীরামকে রাজ্য ভ্রষ্ট করে ॥ পতির প্রাণ হরণ করে মাতৃগন্ধিনী নরকে গমন কল্লি ॥ তোরে ধিক তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আমিথো পতিত হনেম । হা কষ্ট আমি এ প্রাণ পরিত্যাগ

[১৮ ক] কর্বো ॥ রে পাপে ॥ শ্রীরাম বা তোর নিকটে কি পাপাচারণ করেছে ॥ তুই ভ্রুনহত্যা করিস ॥

পিতা এবং রাম ভিন্ন রাজেতে কি প্রয়োজন ॥ পিতা নিজ কুননাশের নিমিত্ত তোমারে

বিবাহ করে ছিনেন। শ্রীরাম লক্ষণের সহিত বনবাশী হনে পর। রাম জননী কৌশন্যা এবং সুমিত্রা কিরূপে জিবন ধারণ করে আছেন॥ হা হা॥ ধিক তোরে॥ কখন কেকয় মহারাজের কন্যা নশ॥ জে কৌশল্যা নিজ ভগ্নির ন্যায় তোমায় প্রীত কর্ত্তো সেই কৌশল্যার পুত্র রামকে বনবাশী করে॥ কৌশন্যার হৃদয়ে পুত্র শোক শেন প্রদানি কন্নি॥ পিতা এবং রাম ভিন্ন এই রাজ্য রক্ষা কর্তে কি আমার শক্তি আছে

[১৮খ] এইরূপ বহু বিনাপ করে জননীর নিন্দা করত॥ শোকার্ত্ত উচ্চৈস্বরে রোদন কর্ত্তে নাগিনেন॥ পুনর্ব্বার জননীকে বনেন॥ আমি রাম নিকটে বনে গমন করে॥ রামের পরিবর্ত্তে চতুর্দশ বৎসর বনে বাশ কর্বো॥ শ্রীরাম অযধ্যায় আগমন করে রাজা হবেন॥ তথাপি তোর অভিনাশ পরিপূর্ণ করবো না॥ হে॥ পাপে॥ শ্রীরাম তোমার নিকটে কি অপরাধ করেছে॥ জে রাম নিজ জননী কৌশন্যাকে অতিক্রম করে অগ্রে তোর চরণে প্রণাম কর্তেন তার কি এই প্রতিশোদ গ্রহণ কন্নি॥ প্রিথিবী তোরে এখন কেনো ধারণ করে আছেন॥ তুমি রামকে বনবাশী করে অত্যন্ত পাপিনী হয়েছো॥ ....

[১৯ক] ত্বং কুম্ভিপাকং গমিষ্যসি॥ নৃশংসে নিষ্ঠুরে ক্রুরে রাজ্য কামুকে॥ মে মম মাতৃরূপেন আমত্রে রে পতিঘাতিনী দুষ্টে রাজ্য কামুকে রাজ্য নো লুভে॥ পিতি বিনাশ করে কুম্ভিপাক নরকে গমন করবি॥ রে নৃশংশে নিষ্ঠুরে তুমি॥ তো আমার... পুত্র হতে প্রিয়তর বস্তু জগতে আর কিছুই নাই॥ শোন ২॥ পূর্ব্বে ভূতলে এক কৃশক দুটি বৃশের স্কন্ধে॥ নাঙ্গন প্রদান করে ভূমি কর্ষণ কর্চ্চে॥ দুর্ব্বল বৃশ

[১৯খ] নাঙ্গন বহন কর্ত্তে পারে না॥ কৃশক বারম্বার দণ্ডাঘাৎ কর্চ্চে॥ বৃশদ্বয়ের নয়ন হতে জলধারা পতিতা হতে নাগিল॥ পুত্রের রোদন দরশন করে। গো॥ জননী সুরভি॥ রোদন কর্ত্তে ২ ইন্দ্রের সভায় গমন॥ দেবরাজ দর্শন করে বনেন গো জননী এশো ২ নয়নে জন কেনো রোদনের কারণ কি॥ শুরভি॥ উ॥ দেবরাজ॥ অই দেখুন ভুতনে॥ কৃষক দুর্ব্বন বৃশের স্কন্ধে॥ হল প্রদান করে ভূমি কর্শণ কর্চ্চে॥ নাঙ্গন বহন কর্ত্তে পারে না॥ কৃশক বারম্বার দণ্ডাঘাৎ কর্চ্চে॥ বৃশের নয়ন হতে জন পতিত॥ হতেছে॥ জননী হয়ে পুত্রের রোদন কি শর্ঝ্য করা যায়॥ ইন্দ্র উ॥ দেবী॥ তোমার তো

[২০ক] বহু পুত্র তুমি। এক পুত্রের ক্লেশেশ সর্ঝ্য কর্ত্তে পারলে না॥ সুরভি উ॥ দেবরাজ॥ জননী সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ বিশেষত দুর্ব্বন ও বৃদ্ধ পুত্রের প্রতি অধিক স্তেহ হয়॥ দেবরাজ উ॥ গো জনী [জননী—G.B.] তুমি দুখ করো না। পূর্ব্বেতে॥ গো সকল॥ ব্রহ্মার নিকটে উত্তম নোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত জাচিঞা করেছিনো॥ তখন ব্রহ্মা বনেছিনেন॥ তোমরা মনুশ্যো নোকে তপশ্যা করো॥ ক্লেশবধ বন্ধনাদি দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হবে॥ সেই ব্রহ্মার বাক্যে গো-সকল ভূতলে হন সকটাদি দ্বারায় তপশ্যা কর্চে॥ আমি মর্য্যাদা স্থাপন করি॥ জারা দুর্ব্বল বৃশের দ্বারা হন সকটাদি বহন করাবে

[২০খ] তারা গোহত্যার পাপী হবে॥ আর জারা ঘাশগ্রাশাদি দ্বারায় হৃষ্টপুষ্ট বৃশের

কণ্ঠে হন সকটাদি বহন করাবে তাদের কোন পাপ হবে না ।। এই বনে সেই স্থানে প্রচুর বারি বর্শন কন্নেন। ভরৎ উ ।। দেখো দেখি মা ।। বহু পুত্রের জননী সুরভি ।। তিনি এক পুত্রের ক্লেশ সহ্য কর্ত্তে পারেন না ।। আর কৌশল্যা। এক পুত্রের জননী ।। রাম ভিন্ন ।। মা বনিতে জগতে আর কেউ নাই ।। সেই রামকে তুমি বনবাসি করেছো। রামের অদর্শনে কৌশল্যা কেমন করে জিবন ধারণ করবে। এই বনে ভরৎ শত্রুঘ্ন

[২১ক] উভয় ভ্রাতা রোদন কর্ত্তে নাগিন ।। এমন সময় ।। মন্থরা ।। উত্তম বশন ভুশনে বিভুশিতা হয়ে দেখে ।। জে ।। ভরৎ শত্রুঘ্ন পতিত ।। হয়ে রোদন কর্চ্চে ।। সেই দেখে বনে ও দশা ! ও দশা !! ছেনে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে অগ্নি কি বনতে হয় তোর বাপ মরেছে তোর ভাই বনে গিছে ।। এনো বশুগ স্থির হগ তবেতো বন্নে হয় ।। সে জা হক ও ভরৎ ।। তোমার রাজ্য নাভ রামের বনবাস্ । শে !! তোমার মায়ের বুদ্ধিতে হয় নাই ।। সে ।। আমার বুদ্ধিতে হয়েছে ।। তোমার জননী ।। কৈকেয়ী ।। রাম রাজা হবে শুনে আহ্লাদে জেনো ফেটে ২ মতি [?] নাগিলা [?]

আমি কত বুঝিয়ে ছনে কনে কৌশলে ।। রাজার নিকটে দুটি বর জাচিঞা করিয়েছি একবরে

[২১খ] তুমি রাজা হবে একবরে রাম বনে জাবে ।। তোমার জননী কৈকেয়ী বনে ছিনো ।। দেখ মন্থরে রাম জদি বনে জায় ।। আর আমার ভরৎ জদি রাজা হয় ।। তা হনে ।। তোকে শোনা ম্বোনায় দোনাবো ।। আর শোনা দিয়ে তোর কুর্জাট বাধিয়ে দিবো ।। দেখবো ২ ।। কেমন মায়ের বেটা দেখবো ।। ভরৎ শুনে বনেন ভাই শত্রুঘ্ন ।। মন্থরা ।। কি বনচো ।। শত্রুঘ্ন ।। উ ।। আর্জো। মন্থরা বনচ্চে। শ্রীরামের বনবাস আপনার রাজ্যনাভ ।। মা কৈকেয়ীর বুদ্ধিতে হয় নাই ।। পাপিনী মন্থরার পরমর্শে হয়েছে ।। ভরৎ। অই কথা শ্রবণ করে বনেন ভাই শত্রুঘ্ন রে ।। পাপিনী মন্থরা ।। জেমন কুকার্য করেছে ।। তার সমোচিৎ শাশন করো ।। শত্রুঘ্ন অই কথা শ্রবণ করে ।। শত্রুঘ্ন বনেন মন্থরে এই দিগে এশো ।। তোমায় একবার

[২২ক] শোনার দোনায় দোনাবো ।। মন্থরা উ ।। ও ।। দশা ।। ভরৎ রাজা না হতে ২ এর্খান শোনার দোনায় দোনাবে ।। শত্রুঘ্ন উ ।। না না ।। জে উত্তম কার্জ্য করেছো ওর আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই ।। মন্থরা ।। ওরে একবার দাডায় ।। আমি কৌশল্যার দাশীদের ডেকে আনি তারা আমার সৌভাগ্য দেখবে ।। তখন ।। মন্থরা উচ্চেস্বরে বনেন ।। ওগো কৌশল্যার দাশী তোরা দেখে জাগে ।। আমি শোনার দোনায় দুর্ন্নি ।। শোনা দিয়ে কুঁজ বাঁধাই ।। মন্হরার ।। অই কথা শ্রবণ করে ।। কৌশল্যার দাসীদের মনে ২ হবেয় বা ।। রাম বনে গেনেন ।। কি রাজা ভরৎ হনো ।। মন্থরার অহঙ্কার বাড়নো ।। দেখি ২ কি হয় ।। এই বনে দাশী সকল গবাক্ষে দ্বারায় দিয়ে দর্শণ কর্ত্তে নাগিন ।। মন্হরা জেমন শত্রুঘ্ননের নিকট উপস্থিৎ হনো

[২২ খ] অগ্নি শত্রুঘ্ন বাম হস্তে মন্থরার গ্রীবাদেশ ধারণ দক্ষিণ হস্তে চরণদ্বয় ধারণ করত ভুতলে নিষ্পেশন করে পাংশুতে মুখ ঘর্শণ করেন ।। মন্থরা বনেন মরি ২ ।। শত্রুঘ্ন

উ ॥ একটু স্থির হয় ॥ জদি শোনার দোনায় দুনবে একটু কণ্ঠ শিকার কর ॥ মন্থরা উ ॥ নৈশুখ দুখৈ বিনা নভ্যতে ॥ তা একটু নাগে নাগুন ॥ তখন শত্রুঘ্নন দুচরণে ধারণ করে ভুতলে মুখ ঘর্ষণ কর্ত্তে নাগিল ॥ কুজের উপরিভাগে বজ্রমুষ্টি প্রহারে মন্থরা অত্যন্তা কাতরা রুধির বমন কর্ত্তে নাগিল ॥ শত্রুঘ্নন বলচেন এই শোনাদোনায় দোনো শোনা দিয়ে কুজ বাদায় ॥ মন্থরা তখন কৈকেয়ীর স্মরণাগতা ॥ কৈকেয়ী

[২৩ক] ভরতের স্মরণাগতা। ভরৎ শত্রুঘ্নন নিকটে বনেন। ওহে ॥ দেখো ২ জেনো ॥ স্ত্রি হত্যা হয় নাই ॥ পাপিনীকে পরিত্যাগ করো ॥ আমি জননী কৈকেয়ীর মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারি ॥ স্ত্রী হত্যা করিনে কি জানি সেই পাপে জদি রাম আগমন না করেন ॥ তাই বনি ভাই তুমি মন্থরাকে পরিত্যাগ করো ॥ শত্রুঘ্নন মন্থরাকে পরিত্যাগ কল্লেন ॥ মন্থরা অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে সেই স্থান পরিত্যাগ কল্লেন ॥ ভরৎ বল্লেন ভাই শত্রুঘ্ন চন ২ মা কৌশল্যার নিকটে গমন করি। এক পুত্রের জননী ॥ মা কৌশল্যা। রামের অদর্শণে ॥ কেমন করে জীবন ধারণ করে আছেন ॥ চন ॥ মাকে একবার দর্শণ করে আসি। এই বনে ভরৎ

[২৩খ] শত্রুঘ্নন উভয় ভ্রাতা কৌশল্যার নিকট গমন ॥

…ভরত উ ॥ মা ॥ আমি ভরৎ এনেম ॥ কৌশল্যা মনে কল্লেন বুঝি বণ হতে রাম আগমন কনেন ॥ বৎশ্য রাম তোমার পিতা মহারাজ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গমনে অনুমতি করে ছিনেন ॥ তুই আজ চতুর্দ্দশ জুগান্তে গৃহে এনি বাপ ॥ বনে এই কাল শুখেতে বাশ করে ছিনো ॥ কোন ক্লেশ হয় নাই তো ॥ এই বনে অশ্রুমুখী রোদন কত্তে নাগনেন ॥

[২৪ ক] ভরৎ বলেন ভাই শত্রুঘ্নন রে ॥ এখনো চতুর্দ্দশ দিবশ হয় নাই রাম বনে গমন করেছেন ॥ এরি মধ্যে মায়ের চতুর্দ্দশ যুগজ্ঞান হয়েছে ॥ এই চতুর্দ্দশ বৎসর রামের অদর্শণে কেমনে জিবন ধারণ করবেন ॥ তখন বলেন মা ॥ মা আমি তোমার রাম নই ॥ ভরৎ ॥ অই কথা শ্রবণ করে ॥ কৌশল্যা জেনো নজ্জা শাগরে নিমগ্না হনেন ॥ তখন কৌশল্যা ॥ ভরতে ক্রোড়ে ধারণ ॥ মুখচুম্বন মস্তকাঘ্রাণ ॥ * পত্র সভার্থ্যো বনমেব মাতঃ স লক্ষ্মণো মে রঘুরাজ চন্দ্রঃ ॥ চীবাম্বরো বদ্ধ জটাকলাপঃ সত্যজ্যমাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ হে বৎস ভরৎ। তোমার জননীর কার্য্যে শোনো ॥ উপবাশী রাম আমার বনেতে গমন করেছেন ॥ পুশ্য জোগে রামকে রাজা করবেন বলে উস্মোগ করেছিলেন।

[২৪ খ] তোমার জননী কৈকেয়ী ॥ রাজার নিকট দুটি বর গ্রহণ করেছিনো ॥ একেবরে তোমার রাজ্যলাভ দ্বিতীয় বরে জটা-বল্কল ধারণ করে রামের বনবাশ ॥ কোথায় রাম রাজা হবেন ॥ তা না হয়ে জটা-বল্কল ধারণ করে পিতৃসত্য পাননের নিমিত্ত আমাদের দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে লক্ষণ জানকীর সহিৎ বনে গমন কনেন ॥ তোমার জননী পাশান হৃদয়া সহস্তে রামের বশন ভুশন মোচন করে নিল্লে ॥ কর্ণের

কুণ্ডল মোচনে বিলম্ব দেখে রামের কর্ণ হতে স্বয়ং সজোরে মোচন করে নিনে ।। রাম অত্যন্ত কাতর ।। বনেন মা ক্ষন্ত হয় আমি মোচন করে দি কর্ণে বেদনা হচ্চে ।। এও আমাকে নয়নে দর্শণ কর্ত্তে হনো ।। ভরৎ তোমার পিতা রামশোকে জিবন পরিত্যাগ করেছেন ।। পিতার দেহ সংস্কার কর পিতৃদত্ত রাজ্য জননীর সহিৎ ভোগ কর রাজা হয় [২৫ ক] আর সুমিত্রার সহিৎ জেখানে রাম আমার বাস কর্চ্চেন সেই স্থানে আমাকে রক্ষা করে এশো ।। এই বনে কৌশল্যা রোদন কর্তে নাগিলেন। ভরৎ অই কথা শ্রবণ করে হা হতোস্মি বলে ধরা তনে পতিত হনেন। কৌশল্যা ভরতকে উত্তোলন করে বনেন ভরৎ ।। গাত্রোত্থান করো অধৈর্য হয়ো না ।। তোমার পিতা সর্গগামী এক্ষণে আমাদের প্রতিপালন করো ।। ভরত উ ।। মা ।। রামের বনগমন বিশয়ে আমি কিছুই ।। জানিনে ।। আমার প্রতি দোশারূপ করবেন না ।। * তামেব ব্রুবতী দীনং কৌশল্যাং রাম মাতরং কৃতাঞ্জলি রুবাচেদং ভরতোবাষ্প গদগদং রাম-জননী কৌশল্যা বারম্বার রোদন কর্ত্তে নাগলেন। দর্শন করে ভরৎ মহাসয় কৃতাঞ্জলি পুত্র সজন নয়নে গদগদ বাক্যে কৌশল্যার নিকট সফৎ কর্ত্তে [২৫ খ] নাগনেন ।। প্রেমায় পাপীয়সীং মাতু সূর্য্যমন্ত প্রতি মেহতু ।। পাদেন হন্যাৎগাং সুপ্তায়স্যা যৈনু মতো গতঃ ।। পাপীয়শী দাশীতে গমন করে জে পাপ হয় সূর্যকে পুরিশপুত্র দর্শণ করলে জে পাপ হয় নিদ্রিত গো সকলকে পদাঘাৎ কল্লে জে পাপ হয়। সেই পাপ জেনো আমার হয় ।। জদি আমার অনুমতিতে রামের বন গমন হয়ে থাকে * উচ্ছিষ্ঠঃ সংস্পৃশতু গামগ্নি ব্রাহ্মণমেবচ ।। সনন্দিতু গুরুম্মৈব যস্যা যৈনুমতো গতঃ ।। উচ্ছিষ্ট হস্তে উচ্ছিষ্ট বদনে গাবি ব্রহ্মণ অগ্নি স্পর্শ কল্লে যে পাপ হয় গুরুনিন্দা কল্লে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ।। জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাশ হয়ে থাকে । * বিশ্বাসঘাতিনা পাপং ষণ্ঠৈব গুরু-ঘাতিনাং ।। গুরোশ্চানিক নির্বন্ধে তৎ পাপং প্রতি পদ্যতা । বিশ্বাসঘাতির জে পাপ হয় ।। [২৬ ক] গুরুহত্যা কলে জে পাপ হয় গুরুর সহিৎ মিথ্যানাপ কল্লে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ।। জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাস হয়ে থাকে ।। * যৎ পদা পাবকং স্পৃষে বা কৃতঘ্নে তস্করে চয়ং । তৎ পাপং সমবাপোতু যস্যার্যেন্দু মতো গতাঃ ।। চরণের দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করলে জে পাপ হয় কৃতঘ্নতা করলে জে পাপ হয় চুরি কন্নে জে পাপ হয় সেই পাপ জেনো আমার হয় ।। জদি আমার অনুমতিতে রামের বনবাশ হয় ।। *

এইরূপ বারম্বার জখন সফৎ কর্ত্তে লাগলেন ।। ভরৎ ।। তখন কৌশল্যা বনেন [২৭ খ] ভরৎ তোমাকে অপাপ জানি আর সফৎ কর্ত্তে হবে না ।। গাত্রোত্থান করো ।। তৈল দ্রোণি মধ্যে তোমার পিতার মৃতদেহ আছে, সৎকার করো। বনবাশী রাম বনবাশ উত্তির্ণ করে কতোদিনে রাম অযোধ্যায় আগমন করবেন রামের বদন দর্শণ কর্বো ।। তৎপরে ভরত শত্রুঘ্ন বিলাপ কর্ত্তে নাগনেন ।। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত ।। সেই রাত্রি জেনো শতবর্শ জ্ঞান হতে নাগিল ।। পরদিন প্রভাতে মন্ত্রি গুরু বশিষ্ঠাদি ঋশিগণ আগমন করে ভরৎ নিকটে বনেন ।। ভরৎ !! তোমার পিতার মৃতদেহ দাহ

করো ॥ ভরৎ রোদন করত বনেন ॥ জননী কৈকেয়ী আজ আমারে শোক সাগরে নিমগ্ন করেছেন ॥
* [২৮ ক] রহিতশ্চন্দ্র সূর্য্যাভাং যথা মেরূর্ণশোভতে ॥ তথাপি ভ্রাচ ভ্রাভ্রাচ শূণ্যং পুরীমিদং মম ॥ চন্দ্র সূর্যহিন পর্বতের জেমন শোভা থাকে না সেইরূপ পিতা-মহারাজ দশরথ এবং আর্যশ্রী রাম ভিন্ন ॥ এ পুরির শোভা নাই ॥ * সোহং পিত্রাসহৈ বাগ্নিং বনং রামেন বাস ২ ॥ প্রবিশামি বিনা তাভ্যাং নহি জীবতু মৎ সহে ॥ পিতার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করে জিবন পরিত্যাগ কর্বো অথবা রামের সহিত বনে গমন করে বাশ কর্বো ॥ শ্রীরাম এবং রাজা ভিন্ন জিবন ধারণ করতে ইচ্ছা কির নাই ॥
[···অনুরূপ বিলাপ··· G. B.]
[২৮ খ]···এই আমার নিশ্চয় বুদ্ধি ॥ তাই বলি এই সমস্ত রাজ্য দূরে ত্যাগ করে জানকীর সহিৎ রামের হাশ্য যুক্ত বদন দেখে চরণশেবা কর্বো। শ্রান্তস্য যদি রামস্য পাদৌতৌ শুভ লক্ষণৌ ॥ সংবাহয়ে বনস্থস্য গন্মে রাজ্যাম্বরং ভব্যে। বন ভ্রমণ করে পরিশ্রান্ত। রাম জখন আশ্রমে সয়ন করবেন ॥ শেই
[২৯ ক] সময় রামের শুভ নক্ষণ যুক্ত রামের চরণদ্বয় আমি সেবা কর্বো। সে আমার রাজ শুখ হতেও অধিকতর শুখ হবে ॥ বশিষ্ঠ উ ॥ ভবিত্যং ভবত্যেব ॥ ভরৎ জা হবার তা হয়ে থাকে ॥ এ ॥ কেউ খণ্ডন কত্তে পারে না ॥ এক্ষণে ধর্যব নম্বন করে ॥ পিতার দেহসংস্কার কর ॥ রাজা হয় ॥ জননী সকলকে প্রতিপালন করো ॥ তখন ভরৎ বশিষ্ঠ নিকটে বনেন ॥ আপনি এ অনচিৎ বাক্য কেনো প্রয়োগ কচ্চেন ॥ রাজার জেষ্ঠ সন্তান শ্রীরাম বর্ত্তমানে আমি কনিষ্ঠ হয়ে ॥ কিরূপে দেহ সংস্কারাদি কর্বো ॥ আমি বনে গমন করে শ্রীরামকে আনয়ন করি ॥ শ্রীরাম এসে পিতার দেহসংস্কারাদি করবেন ॥ তখন বশিষ্ঠ বনেন ॥ শ্রীরাম পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ বনে গমন করেছেন ॥
[২৯ খ] বনবাশ উতির্ণ না করে আগমন করবে ন্না ॥ অতেব আমরা আজ্ঞা কর্চ্চি তোমার পিতার দেহ সংস্কার করো ॥ উভয় ভ্রাতা ঋশিগণ সঙ্গে কৌশন্যা ভবনে জে গৃহে রাজার মৃতদেহ আছে সেই গৃহে প্রবেশ করে ॥ পিতার মৃতদেহ দর্শণ করত। হা মহারাজ বনে ধরাতলে পতিত মূর্চ্ছিত ॥ বশিষ্ঠাদি ॥ ঋষিগণ ভরতে উত্তোনন কল্লেন। ভরৎ চৈতন্য লাভ করে ॥ রোদন করত বনেন ॥ উতিষ্ঠোতিষ্ঠ শেশে ভরতোই মুপস্থিতঃ ॥ মহারাজ ॥ গাত্রোত্থান করুন ॥কেনো সয়ন করে আছেন ॥ আমি ভরৎ আগমন করেছি ॥ আমার সহিৎ আলাপ করুন ॥ কোন কথা কন্না ॥ পুর্ব্বে জখন আগমন কর্ত্তেম আমার সহিৎ কতো আলাপ কত্তেন ॥ এক্ষণে আমায় ক্রোড়ে নয়ে মাতুন সকলের কুশন জিজ্ঞাসা
[৩০ ক] করুন। রাম লক্ষ্মণ তারা ধন্য জে হেতুক তারা এরূপ পিতার মৃতদেহ দরশন কর্ত্তে হল না ॥ আমি অধন্য মহাপাপী পিতার এরূপ দুর্গতি নয়নে দেকতে হনো ॥ মহারাজ ॥ আজ স্থির নিমিত্ত দেহত্যাগ করে আজ সর্গগামি হনে ॥ এইরূপ বিবিধ বিনাপ কর্ত্তে নাগনেন ॥ তখন বশিষ্ঠ জাবালি ॥ ভরৎকে বলেন ॥

ভরৎ শোক পরিত্যাগ করো ॥ পিতার দেহ সথকার করো ॥ সর্গস্থ ব্যক্তির নিমিত্ত বান্ধবগণ শোক কনে পর তাহাকে শর্গ হতে পতিত হতে হয় ॥ শ্রবণ করো ভরৎ ॥ পূর্ব্বেতে ভূমিদম্ন রাজা নিজ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারায় সর্গগামি হয়েছিলেন। তৎপরে সেই রাজার বন্ধুবান্ধব সকলে বিবিধ শোক করাতে সেই ভূমিদম্ন রাজা সর্গ হতে পতিত হয়েছিলেন। শেই হেতু বন্নি গাত্রোত্থান করো শোক পরিত্যাগ করো ॥ তোমার পিতা সর্গগামি হয়েছেন তার নিমিত্ত শোক কর্ত্তে নাই ॥ এই কথা শ্রবণ করে ভরৎ মহাশয়

[৩০ খ] শোক পরিত্যাগ কল্লেন ॥ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ শুমন্তেরে বল্লেন ॥ সুমন্ত্র পিতার দেহ সংস্কারের সকন দ্রব্যাদির আয়োজন কর ॥ সুমন্ত্র দ্রব্যাদির আয়োজনের নিমিত্ত দূং নিযুক্ত কল্লেন ॥ প্রভাতে বন্দি শুতাদি সত্থ পনবাদি শব্দ করে ভরত স্তব কর্ত্তে নাগনেন ॥ ভরৎ সেই সকল শুতাদিকে বলেন আমি রাজা নয় ॥ আমাকে বৃথা স্তব কচ্চো কেনো ॥ তৎপরে বশিষ্ঠের সহিৎ ভরত শত্রুঘ্ন। বহু শোভাযুক্ত জে সভা সেই সভায় গমন কল্লেন ॥ জেমন বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্র জেমন সুধর্ম্মা সভায় গমন করেন সেইরূপ বশিষ্ঠের সহিৎ ভরৎ গমন করেন ॥ প্রজা সকল ভরতে দর্শণ করে আনন্দে পরিপূর্ণ ॥ সে সভার কেমন শোভা হনে। দশরথকে পেয়ে জেমন শোভা

[৩১ ক] হয় তেমনি ভরৎকে পেয়ে তেমি শোভা হনো ॥ সভায় সকনে উপবেশন কনেন ॥ খনকাল পরে বশিষ্ঠ বলেন ভরৎ রাজ সংস্কারের দ্রব্য নয়ে জন সকন আগমন করেছেন। গন্ধ কাষ্ঠ ঘৃত তৈল ধূপ দিপ প্রভৃতি সকল দ্রবনয়ে ॥ জাবানি প্রমুখ ঋশি সকল আগমন করেছেন ॥ ভরৎ শেই সকল ঋষি গণের সহিত মান্য গন্ধ্যাদি উত্তম বশন ভুশনে বিভুতা শিবিকা নয়ে ॥ জে স্থানে গমন করে ॥ তদুপরি রাজার দেহ রক্ষা করত ॥ নয়ে চল্লেন। প্রজা সকন পশ্চাৎ ২ গমন করেন। কৌশন্যা প্রভৃতি শার্দ্ধশপ্তশতনারী হাহা শব্দে রোদন করত গমন কর্ত্তে নাগনেন। মৃতদেহ গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারায় নেপন করে ॥

[৩১ খ] পট্ট বশন পরিধান করানেন ॥ গন্ধ মান্যাদি দ্বারায় সুশোভিত করে চিতার উপরিভাগে শয়ন করানেন ॥ তৎপরে ॥ দক্ষিনাগ্নি গার্হপত্যানি হ্বনি অগ্নি মন্ত্রপূত ॥ তিন অগ্নি দ্বারায় চিতা প্রজ্জ্বলিত কল্লেন ॥ অগ্নি প্রজ্বনিত দর্শণ করে সকনে হাহাকার কর্ত্তে নাগিল। কৌশন্যা প্রভৃতি রাজ্ঞিসকল হা নাথ হা মহারাজ বনে রোদন কর্ত্তে নাগিনো ॥ পুষ্প মান্যা দ্বারায় সুশোভিত চিতা ॥ পিতার সর্ব্বগাত্রেতে অগ্নি দর্শণ করে ভরৎ ॥ রাজার চরণ ধারণ করে বিনাপ করত বনেন ॥ জননী আমার এই কল্লেন ॥ শোকসাগরে নিমগ্ন হনেম রামজননী কৌশন্যাকে কি বনে শান্তনা করবো। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকর্তৃক আমি বঞ্চিত হনেম ॥ * অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামী হুতাশনং ॥ আমি অযোধ্যাতে আর গমন [৩২ ক] করবো না। পিতার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ কর্ব্বো ॥ এই বনে ॥ ভরৎ পতিত রোদন কর্ত্তে নাগনেন ॥ এই দরশন করে ॥ বশিষ্ঠ বনেন ॥ * ভরৎ জাতস্য মৃত্যু র্নির্যাত ॥ ধাচং জন্ম মৃতস্যচ ॥ তস্মাদ পরিহার্যার্থে ণ

ত্বং শোচিতু মর্হসি ॥ জাতস্য লোকস্য মৃত্যুর নির্যতি ॥ আর ঘৃতস্য নোকশ্চ জন্মধাচং নিশ্চিত ॥ তস্মাৎ অপরিহার্যর্থে ত্বং শোচিতং ॥ না অইশি ॥ জে জন্মগ্রহণ করেছে তার নিশ্চয় মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু হনেই আবার জন্ম ॥ এও ॥ নিশ্চয় ॥ তার অপরিহার্য্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চয় হবে ॥ সেই কারণে বনি তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ শোক করবার নিমিত্ত জজ্ঞ নয় ॥ ভরৎ শোক পরিত্যাগ কল্লেন ॥ রাজার দেহ তখন ভস্মিত ভুত হনো ॥ চিতা নির্ব্বাণ করে শরজুতে তর্পনাদি সমাপন কন্নেন ॥ রাজা সর্গগামি ॥

[৩২ খ] হনেন। তৎপরে ভরৎ শত্রুঘ্ন সকলের সহিৎ হতে ॥ হতনাথা অযধ্যা শোভাহিনা দর্শণ করে ॥ ভরৎ ॥ পথিমধ্যে পতিত ॥ রোদন কর্ত্তে ২ বনেন ॥ আমি এই স্থানে ॥ সয়ন কর্বো ॥ আর অযোধ্যায় গমন করবো না ॥ আমার এ জিবনে কি প্রয়োজন ॥ আমি দেহত্যাগ করে পিতার নিকট গমন কর্বো। তখন সকল আমাত্যগণের সহিৎ ॥ বশিষ্ঠ বনেন শোক পরিত্যাগ করো মূর্খের ন্যায় শোক কচ্চো কেনো ॥ সব্বনাশ উপস্থিৎ হনেও পণ্ডিৎ কখনো শোক করে না ॥ কৌশন্যা বলেন ॥ ভরৎ তোমার পিতা সর্গগামি হয়েচেন। শ্রীরাম বনবাশী ॥ তুমি জদি এই রূপ শোককাতর হয়ে রোদন কর ॥ তবে আমাদের কে শান্তনা করবে ॥ ভরৎ গাত্রোস্থান করে সকলের সহিৎ রাজভবনে প্রবেশ কল্লেন ॥

[৩৩ ক] তৎপরে ব্রহ্মচর্যা তৃণের উপরিভাগে দশাহ সয়ং কন্নেন ॥ দর্শদিন গতো হনে ॥ দ্বাদশদিন খৌর কার্জ্য ত্রয়োদশদিন শ্রাধবাদি কার্জ্য কল্লেন ॥ ব্রাহ্মণে বহু ধন-দান গো-দান বস্ত্র দান বহু যানাদি দান করে শ্রাদ্ধ সমাপন কল্লেন ॥ তৎপরে ॥ অন্ধ খঞ্জকে বহু ধন দান তৎপরে ব্রহ্মণ ভোজন খত্রিয় ভোজন শূদ্র ভোজন ॥ সমস্ত ইতর জাতি ভোজন ॥ সেই সকন ইতর জাতিকে অশংখ ধনদান কর্তে লাগনেন ॥ এইরূপে শ্রাদ্ধাদি কার্জ্য সমাপন কন্নেন ॥ ভরৎ বিলাপ সমাপন ॥ পাড়া [?] তনে সমাপন হইল।
শ্রীভোগাথং [ভোলানাথং] স্মৃতিতের্থ চতুষ্পাটিতে ॥ □